দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ .... 27 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম .... ৫ ......

রাজশাহীতে কমেছে পাশের হার

॥ রাজশাহী অফিস ॥

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীন চলতি বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ৫৮ দশমিক ৪১ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৪৭৪ জন। পাশের হারের দিক থেকে গত তিন বছরের ধারাবাহিকতায় অক্ষুন্ন রেখে এবারও মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা ভাল ফলাফল করেছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকেও এগিয়ে রয়েছে ছেলেরা। মোট জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মধ্যে ২ হাজার ৭৪১ জন ছাত্র এবং ১ হাজার ৭৩৩ জন ছাত্রী রয়েছে। অপরদিকে গত বছর রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করলেও এবার তাতে ভাটা পড়েছে। পাশের হার কমে এসেছে। গতবার পাশের হার ছিলো ৬৪ দশমিক ৮৯ শতাংশ। আর এবার ৫৮ দশমিক ৪১ শতাংশ। সুতরাং পাশের হার কমেছে ৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ। তবে এই কথা মানতে নারাজ শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা। সংশ্লিষ্টারা বলছেন, দিনাজপুর বোর্ড পৃথক হয়ে যাওয়ায় পাশের হার কিছুটা কমে এসেছে। তবে গড় হিসেবে পাশের হার ঠিকই রয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সভা কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়। এতে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা বোর্ডের সচিব প্রফেসার মোহাম্মদ শফিক উদ্দিন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, স্কুল পরিদর্শক সুনীল চন্দ্র দাস, কলেজ পরিদর্শক আব্দুর রৌফ, বোর্ডের শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নেতা মনজুর রহমান প্রমুখ। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড জানায়, চলতি বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ১৪ হাজার ৪৪৫ জন। অংশ গ্রহণ করে এক লাখ ১৩ হাজার ৭৭৯ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা রয়েছে ৬০ হাজার ৩৪৩ জন ও ছাত্রী সংখ্যা রয়েছে ৫৩ হাজার ৪৩৬ জন। এর মধ্যে সব বিষয়ে পাস করেছে ৬৬ হাজার ৪৫৭ জন পরীক্ষার্থী। জিপিএ-৫ পেয়েছে এক হাজার ৪ হাজার ৪৭৪ জন। এর মধ্যে ২ হাজার ৭৪১ জন ছাত্র ও ১ হাজার ৭৩৩ জন ছাত্রী রয়েছে।

এই বছর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অংশ নিয়েছিল ৩২ হাজার ৮২৩ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ২০ হাজার ৯৬৮ জন ছাত্র ও ১১ হাজার ৮৫৫ জন ছাত্রী রয়েছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ হাজার ৯০৭ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ২ হাজার ৪৫৪ জন ছাত্র ও ১ হাজার ৪৫৩ জন ছাত্রী রয়েছে। এই বিভাগের পাশের হার ৭৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ। গত বছর ছিল ৭৭ দশমিক ৫০ শতাংশ।

মানবিক বিভাগে মোট অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ছিল ৬৭ হাজার ২১ জন। এর মধ্যে ২৯ হাজার ৬৩৮ জন ছাত্র ও ৩৭ হাজার ৩৮৩ জন ছাত্রী ছিল। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২২০ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ৯৫ জন ছাত্র এবং ১২৫ জন ছাত্রী রয়েছে। এই বিভাগে পাশের হার ৪৭ দশমিক ৪৯ শতাংশ। গত বছর ছিল ৫৭ দশমিক ২৭ শতাংশ।

অনুরূপভাবে বাণিজ্য বিভাগে মোট অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ছিল ১৩ হাজার ৯৩৫ জন। এর মধ্যে ৯ হাজার ৭৩৭ জন ছাত্র এবং ৪ হাজার ১৯৮ জন ছাত্রী ছিল। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৪৭ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ১৯২ জন ছাত্র এবং ১৫৫ জন ছাত্রী রয়েছে। এই বিভাগে পাশের হার ৬৩ দশমিক ৭০ শতাংশ। গত বছর ছিল ৭১ দশমিক ৭৯ শতাংশ। তিন বিভাগে মধ্যে কেবল মানবিক বিভাগে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ভাল ফলাফল করেছে। এছাড়া বরাবরের মত বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করেছে। লক্ষনীয় দিক হচ্ছে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীরাও ভালো ফলাফল করতে শুরু করেছে। আগামীতে এই বিভাগের শিক্ষার্থীরাও ঈর্ষণীয় ফলাফল করবে বলে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সূত্রে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

দিনাজপুর বোর্ড বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার সর্বাধিক

॥ দিনাজপুর সংবাদদাতা ॥

নবগঠিত দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় মোট ১ লাখ ২ হাজার ৬৫১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৪ হাজার ৯১৩ জন পাশ করেছে। পাশের হার শতকরা ৬৩ দশমিক ৫৮। এই বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ হাজার ২৯২ জন। বিজ্ঞান বিভাগে পাশের হার ৭৬ দশমিক ৯৭, মানবিক বিভাগে ৫৫ দশমিক ১৬ এবং বিজনেস ষ্ট্যাডি বিভাগে ৭০ দশমিক ৮২ ভাগ। দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর পিয়ারউদ্দীন আহমেদ জানান, ৮টি জেলা নিয়ে এই বোর্ডের অধীনে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত ২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় মোট ১ লাখ ২ হাজার ৬৫১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১লাখ ২ হাজার ১০১ জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৬৪ হাজার ৯১৩ জন পরীক্ষার্থী পাশ করেছে। পাশের হার শতকরা ৬৩ দশমিক ৫৮। বিজ্ঞান বিভাগে মোট ৩৫ হাজার ৪৭৩ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ২৭ হাজার ১৬৯ জন পরীক্ষার্থী পাশ করে। বিজ্ঞান বিভাগে পাশের হার শতকরা ৭৬ দশমিক ৯৭। এই বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ৪ হাজার ৮৯২ জন।

মানবিক বিভাগে মোট ৬১ হাজার ৪১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৩ হাজার ৬৯০ জন পাশ করে। পাশের হার শতকরা ৫৫ দশমিক ১৬ ভাগ। মানবিক বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২১৯ জন। বিজনেস ষ্ট্যাডি বিভাগে মোট ৫ হাজার ৭২৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৪ হাজার ৫৪ জন। পাশের হার ৭০ দশমিক ৮২ ভাগ। বিজনেস ষ্টাডি বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৮১ জন।